সদকায়ে জারিয়া দাতা সদস্য প্রজেক্ট

প্রিয় দ্বীনি ভাই,

একটু ভেবে দেখুন আমরা যে মাটির উপর চলাফেরা করছি একদিন এ মাটি আমাদের বুকের উপর থাকবে। আমরা সংসার সম্পদ সব কিছু ছেড়ে দিয়ে অন্ধকার কবরের বাসিন্দা হব। তাই আমাদের এমন কিছু করা দরকার যার মাধ্যমে আমার অন্ধকার কবরে আলোর ব্যবস্থা হবে। ইহা সম্ভব হবে সদকায়ে জারিয়ার মাধ্যমে।

যেমন হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত : রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন যখন কোন ব্যাক্তি মারা যায় তার আমলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল বন্ধ হয় না। (১) সদকায়ে জারিয়া, (২) ঐ ইলম যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয় (৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৬৩১, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ২৮৮০]

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মৃত্যু এমন এক কঠিন জগত যেখানে যাবার পর আর কোন আমলের সুযোগ নেই। নেই ভুলগুলো শুধরে এবং আমল বাড়িয়ে হাশরের ময়দানে মুক্তির ব্যবস্থা করা। কিন্তু তিনটি পদ্ধতি দ্বারা মৃত্যুর পরেও আমল জারী থাকে অর্থাৎ কবরে বসে থেকেও আমলের সওয়াব পাওয়া যায়। কিয়ামত পর্যন্ত আমল করলে যত সওয়াব হবে সদকায়ে জারিয়ার দ্বারা সেই সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। কোন ব্যক্তির মাধ্যমে উপরোক্ত কাজ হওয়া মানে উক্ত ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্তের জন্য সওয়াবের রাস্তা খুলে দিলো। এটা কেবলি ভাগ্যবান ব্যক্তিদের নসীবেই জুটবে এটাই স্বাভাবিক। পয়সা থাকলেই সকলের জন্য এতবড় নিয়ামত অর্জনের তৌফিক হবে না।

মাদরাসা মসজিদে জায়গা দেওয়া, মাদরাসা মসজিদে অনুদান দেওয়া, কিতাব প্রদান করা এটা অনেক বড় সদকায়ে জারিয়া। এ মহান পূন্যবান কাজের তৌফিক কেবল ভাগ্যবানদের নসীবেই জুটে থাকে।

প্রিয় দ্বীনি ভাই ,

এককালীন ১,০০,০০০(এক লক্ষ) টাকা দিয়ে আপনিও হতে পারেন এই মাদরাসার স্থায়ী সৌভাগ্যবান দাতা সদস্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে আখেরাতের পুজি অর্জনের তাওফিক দিন। আমিন.....

একটি ঘোষনা

বরকতময় বদরী কাফেলার সদস্য সংগ্রহ চলছে। বছরে ১২০০/- টাকা দান করে আপনিও হতে পারেন এ কাফেলার একজন সম্মানিত সদস্য। এছাড়াও এককালিন ১,০০,০০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা) দিয়ে আপনি হতে পারেন এই মাদরাসার একজন স্থায়ী সৌভাগ্যবান দাতা সদস্য এবং সর্বোত্তম সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব অর্জনে একজন ছাত্রের খরচ বাবদ প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা (তিন হাজার টাকা) দিয়ে আপনিও হতে পারেন নবীজী স: এর সাথে জান্নাতে বসবাসকারী সৌভাগ্যশীল ব্যাক্তি। আল্লাহ আমাদের সকলকে বোঝার এবং আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

জামিয়াতু লুৎফুর রহমান আল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা

এর পক্ষ থেকে ধর্মপ্রিয় ভাই-বোনদের প্রতি

বিশেষ আবেদন

মুহতারাম,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামিয়াতু লুৎফুর রহমান আল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপনাদের সাহায্য সহযোগিতায় দ্বীনের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাই প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনদের নিকট আমার আকুল আবেদন এই যে, প্রতি বছরের মত এ বছরও আপনার যাকাত, ফিতরা, কোরবানীর চামড়া বা তাহার মূল্য, মাসিক দান এবং বিশেষ অনুদান দিয়ে দ্বীনের খেদমতে শরীক হয়ে সদকায়ে জারিয়া ও দ্বিগুন সওয়াবের ভাগী হোন।

ব্যাংক

হিসাবের নাম : জামিয়াতু লুৎফুর রহমান আল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, কিশোরগঞ্জ শাখা, কিশোরগঞ্জ।
হিসাব নং : 20501200206489302

bKash নগদ রকেট ০১৬১১-০৫৪৬৬৬ (পার্সোনাল)

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- হক্কানী উলামায়ে কেরামের সরাসরি তত্বাবধানে পরিচালিত।
- পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন ও পরিচ্ছন্ন চরিত্র গঠনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।
- আদর্শ অভিজ্ঞ ও দ্বায়িত্বশীল এবং প্রশিক্ষত শিক্ষক মন্ডলীদ্বারা শিক্ষাদান।
- নূরানী পদ্ধতিতে মাত্র চার মাসের মধ্যেই হিফজুল কুরআন বিভাগে ভর্তি সম্পন্ন।
- কিন্ডার গার্ডেন ও নূরানী পাঠ্য পুস্তকের সমন্বয়ে জেনারেল শিক্ষক দ্বারা বাংলা, ইংরেজী, অংক, ভূগোল, ইতিহাস ও সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়।
- আরবী, বাংলা ও ইংরেজী হস্ত লিখন সুন্দর করানো ।
- ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শিখানো হয় তাই প্রাইভেট পড়ানো প্রয়োজন পড়ে না।
- এতিম-গরীব ও মেধাবীদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে ফ্রি অধ্যায়নের সুযোগ রয়েছে।
- উন্নত ব্যবস্থাপনায় আর্ন্তজাতিক মানসম্পন্ন আধুনিক হিফয মাদ্‌রাসা।
- একটি ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষা ভিশন এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কার্যক্রম।
- মনোরম ও নিরিবিলি পরিবেশ এবং বাৎসরিক অবিভাবক সম্মেলন।
- আধুনিক শিক্ষা, আলোকিত মানুষ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়াই আমাদের দৃঢ় অঙ্গিকার।

মাদ্‌রাসার পতাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة لطف الرحمن الإسلامية مدرسة

জামিয়াতু লুৎফুর রহমান আল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা

Jamiatu Luthfur Rahman Al Islamia Madrasa

ভাটি সাভার, হেমগঞ্জ বাজার, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

Jamiatu Luthfur Rahman Al Islamia Madrasa

আন্তর্জাতিক মানের হিফযুল কুরআন বিভাগ

বালক শাখা: আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার

বিভাগ সমূহ: ☐ হিফ্‌য ☐ নাযেরা ☐ নূরানি

ভর্তি চলছে
আবাসিক/অনাবাসিক

আমীরে ফয়ছাল/
সভাপতি, মাজলিসে শু'য়া

শাইখ মোঃ রেজাউল করিম কাশেমী দাঃ বাঃ

সভাপতি,
কার্যকরী কমিটি

মৌঃ মোঃ জুবেদ আলী দাঃ বাঃ

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক

মোঃ লুৎফুর রহমান

E-mail: jamiatuluthfur@gmail.com
মোবাইলঃ ০১৬১১-০৫৪৬৬৬, ০১৯৯৯-৯১১৬৩৩, ০১৯৯৯-৯১১৬৯৯

ভূমিকা

আসসালামু আলাইকুম।
আলহামদুলিল্লাহ্ ।

মহান রাব্বুল আলামীনের খাছ মেহেরবাণী ও দয়ায়, বুযুর্গানে দ্বীনের নেক তাওয়াজ্জুহ, আন্তরিক দোয়া এবং উলামায়ে কেরামর সুচিন্তিত পরামর্শে সমাজে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "জামিয়াতু লুৎফুর রহমান আল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা"। আল্লাহ পাকের উত্তম বান্দাদের দরদ ভরা দু'আ ও পরামর্শ মোতাবেক পরিচালিত যাদের দিলের তামান্না প্রতিটি ছেলে যেন প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের সাথে সাথে মা-বাবা এবং সমাজের সকলের মুখে উজ্জ্বল হাসি ফোটাতে পারে। এ প্রতিষ্ঠানটি দ্বীনি শিক্ষা ও আমলী জিন্দেগী সংশোধনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার প্রতি যথেষ্ঠ গুরুত্বারোপ করে থাকে। তার অংশ হিসেবে একাডেমিক শিক্ষা, বাংলা, গণিত, ইংরেজির পাশাপাশি মাতৃভাষার শুদ্ধরূপ চর্চা, এবং ইংরেজি কথোপকথনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মনোভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হাতের লেখা। যা সুন্দর করার প্রতিও যথেষ্ঠ গুরুত্বারোপ করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারনের দান, সদকা, যাকাত ও ফিতরা দিয়ে পরিচালিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্যঃ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শিক্ষার্থীকে যোগ্য হাফেযে কুরআন হিসেবে গড়ে তোলা, রাসূল (সঃ) ও সাহাবা (রাঃ) গনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাকওয়াপূর্ণ জীবন যাপন করা।

উদ্দেশ্যঃ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআত অর্জন করা।

বরকতময় বদরী কাফেলা

ইসলামী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা যাদের নাম জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ যাদের ব্যাপারে নবীজী (সঃ) এর পবিত্র যবানে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, তোমরা যা খুশি করতে পারো আমি তোমাদের সামনের পিছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি। (সহিহ মুসলিম হা: ৬২৯৫)।

বদরী সাহাবাদের সবচেয়ে বড় ফজিলত হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীর জবানে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, হে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারী আমার সাহাবারা, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত। অন্য এক হাদিস থেকে জানা যায়, বদরী সাহাবাদের জন্য জাহান্নাম হারাম । (সহীহ মুসলিম)।

নবীজী স: ইরশাদ করেন যে যার সাদৃশ্যতা গ্রহণ করবে সে তার সাথে হাশরের ময়দানে একসাথে থাকবে। অর্থাৎ যার সাথে যার মহাব্বত তার সাথে তার হাশর।

প্রিয় ভাই,
আমরাতো দ্বীনের জন্য কুরবানি করতে বদরে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। হতে পারিনি সেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত স্বর্ণ মানব। কিন্ত আমরা যদি চাই দ্বীনের জন্য কুরবানী স্বরূপ এই দ্বীনি মারকাজ জামিয়াতু লুৎফুর রহমান আল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা সঙ্গী হয়ে সেই বরকতময় কাফেলার সাদৃশ্যতা গ্রহণ করতে পারি। হয়তো এই সাদৃশ্যার কারণে রব্বে কারীম তাদের সাথে আমাদেরকেও হাশরের ময়দানে একত্রে থাকার তৌফিক দিবেন।

প্রিয় দ্বীনি ভাই,
সেই বরকতময় কাফেলার সাদৃশ্য হতে আপনি বাৎসরিক ১২০০ (এক হাজার দুইশত টাকা) দিয়ে সেই সৌভাগ্যবান কাফেলায় নিজের নাম লেখাতে পারেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে বরকতময় কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিন। আমীন।

এতীম লালন-পালন, হাফেজ, আলেম গড়ে তোলার প্রজেক্ট

প্রিয় দ্বীনি ভাই

আমাদের অনেকের প্রিয় বাবা-মা দুনিয়ার নরম বিছানা ছেড়ে আজ কবর জগতে মাটির বিছানায় শায়িত। মন চাইলেও তাদেরকে একটু আব্বু আম্মু বলে ডাকতে পারিনা, পারিনা তাদের একটু খেদমত করতে। এমন কি আজকে যদি আপনার আমার মৃত্যু হয়ে যায় আত্মীয়-স্বজন, পরিবার পরিজন, সন্তানেরা সম্পদ নিয়ে আলোচনা করবে। কিন্তু আফসোস, আমি কবরে কেমন আছি, কেমন থাকবো এ নিয়ে কেউ আলোচনাও করবে না। তাই আমি চাইলে আব্বু আম্মুর জন্য এবং নিজেদের জন্য এমন কিছু কাজ করতে পারি যার বিনিময়ে নবীজী (স:) নিজের সাথে জান্নাতে থাকার সুসংবাদ দিয়েছেন।
যেমন হযরত সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন : আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমনিভাবে নিকটে থাকবো । এই বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন (অর্থাৎ হাতের দুই আঙ্গুলের মত একসাথে থাকবে) (সহিহ বুখারী , হাদিস নং ৫৩০৪)।

প্রিয় ভাই ,

আপনি যদি একজন ছাত্র কুরআন হিফজ করছে এমন এতীমের খরচ বহন করেন। আপনি শুধু লালন পালন নয় বরং তাকে হাফেজ আলেম হওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করায় সহিহ হাদীস অনুযায়ী তার প্রতিটি নেক আমলের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবেন। শুধু তাই নয় সে প্রতিদিন যা তিলাওয়াত করবে এবং সে আলেম হয়ে যত জনকে কুরআন শিক্ষাদান করবে, প্রত্যেকের তিলাওয়াতের প্রতি হরফের বিনিময়ে ১০ নেকি করে যার উদ্দেশ্যে খরচ বহন করবেন তার আমল নামায় পৌছতে থাকবে এবং এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। ইনশাআল্লাহ্ ।

প্রিয় দ্বীনি ভাই,

এমন সর্বোত্তম সদকায়ে জারিয়া অর্জনে একজন ছাত্রের খরচ বাবদ প্রতি মাসে ৩,০০০ (তিন হাজার টাকা) দিয়ে আপনিও হতে পারেন নবীজী (সাঃ) এর সাথে জান্নাতে বসবাসকারী সৌভাগ্যশীল ব্যাক্তি। আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার এবং আমল করার তওফিক দিন। আমিন।